গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়

৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ২০২২ সালের ১ম ত্রৈমাসিক সমন্বয় (মার্চ-২০২২) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ মহাপরিচালক
সভার তারিখ	৩১ মার্চ ২০২২
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে প্রায় এক বছরের বেশি সময় পর এ ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) কে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) বিগত সভার সভার কার্যবিবরণী সভায় পড়ে শোনান। বিগত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী বা সংযোজনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক্র: নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়া : সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়তে হবে। বিশেষ করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী গণসচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান আয়োজন এবং মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।	(ক) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকদবিরোধী কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকদবিরোধী কমিটিসমূহকে আরো সক্রিয় করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত সচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্য আগামী ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) স্থানীয় পর্যায়ে ছোট ছোট ইউনিট এর মাধ্যমে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	পরিচালক(নিরোধ শিক্ষা)/ অতিঃপরিচালক(সকল)/ উপ পরিচালক (সকল)/ সহকারী পরিচালক (সকল)।

গ্রহণ করা হইল।

২.	**মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করার জন্য গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, ডিআইডি, বিভাগের আওতাধীন জেলা প্রশাসক (সকল), বিভাগীয় কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগসমূহের বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় এর সমন্বয়ে বিভাগীয় কমিটি এবং জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সকল কমিটির মনিটরিং এর মাধ্যমে নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা আরও উন্নত হবে।	(ক) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে নজরদারি অব্যাহত থাকবে। সকল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে নাইট ভিশন ক্যামেরাসম্বলিত সিসিটিভি স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি সচল রাখতে হবে। (খ) বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য গঠিত বিভাগীয় কমিটি ও জেলা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাময়কেন্দ্র পরিদর্শন ও মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সরকারি অনুদান দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) যে সকল সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স নেই সে সকল নিরাময় কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/ জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল) উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।
৩.	**মাদক মামলা /অভিযান সংক্রান্ত:** মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। মাদক ব্যবসায়ী এবং সরবরাহকারী ও মাদক সেবীকে শাস্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপনের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) কোয়ালিটি সম্পন্ন মামলা যাতে হয় সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) ক্যাটাগরিভিত্তিক (১.গডফাদার, ২. ব্যবসায়ী ও ৩. বহনকারী) মাদক সংশ্লিষ্টদের তালিকা হালনাগাদ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) মাদক ব্যবসায়ী এবং সরবরাহকারীর শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসময়ে আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে একই আদালতে মাসের বিভিন্ন তারিখে সাক্ষ্য দিতে হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আদালতের সাথে যোগাযোগ করে একই মাসের বিভিন্ন তারিখের সাক্ষ্যগুলো একই তারিখে প্রদানের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	পরিচালক (অপারেশনস)/ বিভাগীয় কার্যালয় /বিভাগীয় গোয়েন্দা/মেট্রো/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)/ প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটর/সাক্ষ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

৪.	বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ: পরিদর্শন রেজিস্টার, মামলা নিষ্পত্তি রেজিস্টার, মুভমেন্ট রেজিস্টার, সিসি বই ও ফরওয়ার্ড ডাইরী একই ফরমেটে কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মামলা নিষ্পত্তির রেকর্ড যথাযথভাবে হালনাগাদ রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) পরিদর্শন রেজিস্টার, মামলা নিষ্পত্তি রেজিস্টার মুভমেন্ট রেজিস্টার, সিসি বই ও ফরওয়ার্ড ডাইরীএকই ফরমেটে প্রস্তুত করতে হবে। রেজিস্টারের নমুনা নির্ধারণে অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর সভাপতিতে ১টি কমিটি গঠন করে ৩০ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর নিকট প্রেরণ করবেন। (খ) উপপরিচালক, (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তা প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে সরবরাহ করবেন। (গ) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলায় রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে কি'না। আপীল করা হলে তা নিষ্পত্তির ফলাফল/বর্ণনা রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। (ঘ) প্রত্যেক জেলা/মেট্রোঃ/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়েরবিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির রেকর্ড হালনাগাদ রাখতে হবে।	গঠিত কমিটি/উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা উন্নয়ন)। পরিচালক (অপারেশনস)/ বিভাগীয় কার্যাল /বিভাগীয় গোয়েন্দা/মেট্রো/ জেলা মাদকদ্রব নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)/

৫.	**অধিদপ্তরের বেতার সামগ্রী ব্যবস্থাপনা** : (ক) যেসব জেলা কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত বেতার সামগ্রী অব্যবহৃত পড়ে আছে অবিলম্বে সেগুলোকে যথাযথভাবে স্থাপন ও ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।	(ক) দাপ্তরিক যোগাযোগে বেতার সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেতার সামগ্রীগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বেতার সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ইতোপূর্বে সংগ্রহকৃত বেতারসামগ্রীগুলোর কার্যকারিতা/বর্তমান অবস্থা/সক্ষমতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো: অতিরিক্ত মহাপরিচালক-আহবায়ক, পরিচালক (অপারেশনস্)-সদস্য, পরিচালক (প্রশাসন)-সদস্য, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট-১ জন, উপপরিচালক (অপারেশনস্)-সদস্য সচিব।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক/পরিচালক(অপারেশনস্/প্রশাসন উপপরিচালক (অপারেশনস্)/ টেকনিক্যাল এক্সপার্ট/ সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)।
	(খ)অধিদপ্তরের সরবরাহকৃত কর্পোরেট সীমসমূহ ২৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহের ৭দিনই চালু রাখতে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শকসহ তদুর্ধ্ব সকল কর্মকর্তাগণের কর্পোরেট সীমসমূহ ২৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহের ৭দিনই চালু রাখতে হবে। ইতোমধ্যে পরিদর্শক ও উপপরিদর্শকদের পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের পদের বিপরীতে কর্পোরেট সীম (বাংলালিংক) বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ পরিচালক (অপারেসনস্)
		(গ) ইতোপূর্বে অধিদপ্তরের অনুকূলে গৃহীত গ্রামীণ ফোনের কর্পোরেট সিমগুলো (০১৭০৮.....) ব্লক করে দিতে হবে	পরিচালক(অপারেশনস্)
		(ঘ) NTMC এর মাধ্যমে মোবাইল ট্র্যাকিং করে মাদকব্যবসায়ী তথা হোতাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। মোবাইল ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে উদঘাটিত মামলাসমূহের পরিসংখ্যান ত্রৈমাসিকভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ছকে সভায় উপস্থাপন করবেন:	অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)

মামলা নং ও তারিখ	উদ্ধারকৃত আলামত	অভিযানে সংশ্লিষ্ট অফিস	অভিযুক্ত/আসামীর সংখ্যা

৬.	**প্রশিক্ষণ আয়োজন** : প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।	(ক) প্রশিক্ষণ মডিউল-এ প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষায়িত কোনো সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে প্রদান করতে হবে। (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে নির্ধারিত প্রশিক্ষক/মেন্টর এর যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও উন্নয়ন)/অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)

৭.	কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	(ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে নিজের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে। অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও চৌকস হতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো ধরণের ত্রুটি/গড়মিল গ্রহণযোগ্য হবে না। (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের Performance ও যোগ্যতা মূল্যায়ন/ বিদেশে প্রশিক্ষণ/ভ্রমণে মনোনয়নসহ সার্বিক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদানে ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্পাদিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ বিভাগীয় কর্মকর্তা/ বিভাগীয় গোয়েন্দা/ মেট্রো/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)।
৮.	**লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে সাইনবোর্ড এর বিধান সংযোজন :** অধিদপ্তর থেকে ইস্যুকৃত বিভিন্ন লাইসেন্স (যেমন দেশী মদ, বিলাতি মদ (এফ এল সপ ব্রিউয়ারী, ডিস্টিলারী, বন্ডেড ওয়ারহাউজ, পণ্যাগার, মদের বার) প্রাপ্তির পর লাইসেন্স প্রেমিসেস এ সাইন বোর্ড স্থাপনের বিধান সংযোজন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অধিদপ্তর থেকে গ্রহণকৃত দেশী মদ বিক্রয়ের লাইসেন্সকৃত প্রতিষ্ঠানে অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সাইনবোর্ড লাগানোর শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে। সাইবোর্ডের ফরমেট কী হবে তার নমুনা অতিরিক্ত পরিচালকগণ আলাদা আলাদাভাবে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করেবেন	অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)
৯.	**অ্যালকোহলের পরিমাপ নির্ণয় :** অ্যালকোহলের সুরাশক্তি নির্ণায়নের জন্য হাইড্রোমিটার ব্যবহার করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	অ্যালকোহলের সুরাশক্তি নির্ণায়নের জন্য হাইড্রোমিটার ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি কার্যালয়ে প্রয়োজনমত হাইড্রোমিটার সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
১০.	**ঝুঁকিভাতার মঞ্জুরি গ্রহণ:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অস্ত্র ছাড়াই মাদকের বিরুদ্ধে অনেক ঝুঁকি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত নানান ঝুঁকির মধ্যে এ কাজটি সম্পন্ন করলেও কোন ঝুঁকিভাতা না থাকায় কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। তাই দ্রুত ঝুঁকিভাতা চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে ঝুঁকিভাতা চালুর উদ্যোগ নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নিম্নরূপভাবে ১টি কমিটি গঠন হলো : পরিচালক (অপারেশনস) আহ্বায়ক অতিরিক্ত পরিচালক (চট্টগ্রাম) অতিরিক্ত পরিচালক (ঢাকা) অতিরিক্ত পরিচালক (রাজশাহী) অতিরিক্ত পরিচালক (বরিশাল) গঠিত কমিটি আগামী ১মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন।	পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ গঠিত কমিটি।
১১.	**এ্যাকশন প্ল্যান, এপিএ, নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন :** এ্যাকশন প্ল্যান, এপিএ, নির্বাচনী ইশতেহার, Innovation এবং শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকলকে বলা হলো। ব্যর্থতার দায়ভার স্ব-স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসকেই বহন করা যেতে পারে।	এ্যাকশন প্ল্যান, এপিএ , নির্বাচনী ইশতেহার, Innovation এবং শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে অন্যথায় ব্যর্থতার দায়ভার স্ব-স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসকেই বহন করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ বিভাগীয় কর্মকর্তা/ বিভাগীয় গোয়েন্দা/ মেট্রো/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)।

১২.	গণসচেতনতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রোগ্রামের সচিত্র তথ্য নিরোধ শিক্ষা শাখার পাশাপাশি অধিদপ্তরের ফেসবুকে দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করতে হবে। ছবির সাইজ হবে 4R এবং হার্ডকপি জেলা কার্যালয় পাঠাবে বিভাগীয় কার্যালয়ে। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালক একত্রিত করে সমন্বিত আকারে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।	মাঠ পর্যায়ের গণসচেতনতামূলক প্রোগ্রামের সচিত্র তথ্য ও প্রোগ্রামের ছবি ফেসবুকে দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করতে হবে। ছবির সাইজ হবে 4R এবং হার্ডকপি জেলা কার্যালয় পাঠাবে বিভাগীয় কার্যালয়ে। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালক একত্রিত করে সমন্বিত আকারে প্রধান কার্যালয়ে নিরোধ শিক্ষা শাখায় এবং জনসংযোগ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে পারবে।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)/ বিভাগীয় কর্মকর্তা/বিভাগীয় গোয়েন্দা/মেট্রো/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)/ জনসংযোগ কর্মকর্তা।
১৩.	**বিবিধ :** (ক) দাপ্তরিক কাজে সরকারি কর্পোরেট মোবাইল নম্বর এবং সরকারি ডোমেইনভুক্ত (@dnc.Gov.bd)ই-মেইল ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। আগামী সভায় শতভাগ ব্যবহারের রিপোর্ট দাখিল করবেন সিস্টেম এনালিষ্ট ও সহকারী পরিচালক(বোর্ড)।ফিল্ড কোর্স লোকেটরে প্রত্যাহিক রিপোর্ট দুপুর ০২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টার মধ্যে গ্রহণ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	(ক) সরকারি ডোমেইনভুক্ত (@dnc.Gov.bd)ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ বিভাগীয় কর্মকর্তা/ বিভাগীয় গোয়েন্দা/ মেট্রো/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)।
	(খ) প্রতিটি জেলখানায় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে। মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব না হলে অন্তত জেলখানার একটি ওয়ার্ডে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কারা কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কারাগারে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে পূণরায় মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।	(খ) প্রতিটি জেলখানায় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র/মাদকাসক্তদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/ বিভাগীয় কর্মকর্তা/ বিভাগীয় গোয়েন্দা/ মেট্রো/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (সকল)।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ
মহাপরিচালক

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২৮
১৩ এপ্রিল ২০২২

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০৬.০৬.০৫০.২২.১৩০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২) চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩) প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ঢাকা।
৪) বিভাগীয় কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রংপুর।

৫) অতিরিক্ত পরিচালক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ/রংপুর

৬) উপপরিচালক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ

৭) সকল কার্যালয় (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে)

মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ
মহাপরিচালক